

***এসাইনমেন্ট লেখার জন্য কিছু দিক নির্দেশনা

লেখার আগে অবশ্যই ভালোভাবে টপিকটি পড়তে হবে। তারপর প্রশ্ন পড়ে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। পয়েন্টে ব্যাখ্যা মানে পয়েন্ট লিখে তা বুঝিয়ে লিখতে হবে। প্রশ্নে যদি পয়েন্ট লিখ এমনটি থাকে তাহলে শুধু পয়েন্ট আকারে লিখলেই হবে।

সহযোগিতা সবার সাথে

আমরা আগের সপ্তাহে জেনেছি প্রতিযোগিতা নিয়ে। এই সপ্তাহে আমরা দেখব সবার সাথে সহযোগিতা করলে কী হয়! আমাদের দেশের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও খ্যাতিমান পরমাণুবিজ্ঞানী। দুর্গম অঞ্চলের প্রত্যন্ত একটি স্কুল পরিদর্শন করছিলেন তিনি। মেধাদীপ্ত কৌতূহলী শিক্ষার্থীদের সাথে সেদিন নানা গল্প হচ্ছিল তার। গল্প-কথার ফাঁকে সুন্দর ও মানবীয় কিছু জীবনদর্শনে তিনি ওদের উদ্বুদ্ধ করছিলেন। একপর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিলেন একটি অন্যরকম ধাঁধাঁ।



ব্ল্যাকবোর্ডে একটি সরলরেখা টানলেন। তারপর বললেন, এবার আমি এটিকে ছোট করতে চাই। কিন্তু একে কেটে বা মুছে ছোট করা যাবে না। এখন বলো, কীভাবে এই কাজটা করতে পারি?

বুদ্ধির খেলা, সন্দেহ নেই।

সহযোগিতা আর প্রতিযোগিতা। আদতে পাঁচটি অক্ষরের কাছাকাছি দুটো শব্দ, কিন্তু শব্দার্থে পার্থক্য যোজন যোজন। প্রথমটায় সুখ শান্তি সাফল্য। দ্বিতীয়টায় স্ট্রেস অশান্তি আর ব্যর্থতার সম্ভাবনাই বেশি। সবই বুঝি বটে, তবু জীবনের বিভিন্ন সময় আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গির আগ্রাসনে পড়ি। এ যে খুব বুঝে শুনে বা ইচ্ছাকৃতভাবে আমরা করি তা-ও নয়। জীবনে চলার পথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে কিংবা অবচেতনভাবেই এটা আমাদের ভেতর কাজ করতে শুরু করে।

ছাত্রজীবনে, পেশাজীবনে এমনকি সংসার এবং পারিবারিক জীবনেও আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গির আগ্রাসনের শিকার হই। ‘আগ্রাসনের শিকার হই’ বলার কারণ, প্রতিযোগিতার মনোভাব আমরা পোষণ করি অন্যের সাথে ঠিকই কিন্তু ক্ষতিটা হয় আসলে আমাদের নিজেদের।

কীভাবে? একটু খতিয়ে দেখা যাক।

প্রথমেই আমরা দেখি, এ দৃষ্টিভঙ্গির উৎস কী? এর উৎস খুঁজলে দেখা যাবে এর মূল কারণ হলো ঈর্ষা, যা হতে পারে বন্ধু সহকর্মী সহপাঠী যে-কারো প্রতিই। উদাহরণ : গোপাল ভাঁড়ের প্রতিবেশীর একতলা বাড়ি। গোপালের ২তলা বাড়ি। গোপাল তার বাড়ির ছাদ থেকে প্রতিবেশীকে ডেকে বলছে, ‘কেমন আছো গো?’ প্রতিবেশী গোপালের কুশলের জবাব দিলেন না। একবছর পর তিনি যখন তার একতলা বাড়িকে ওয় তলায় উন্নীত করতে পারলেন সেদিন ছাদে গিয়ে গোপালকে জবাব দিলেন, ‘ভালো আছি গো।’

এটাই হলো ঈর্ষা।

এ ধরনের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় একজন মানুষকে স্ট্রেসের নির্মম জালে বন্দি করে রাখে-বন্ধু আমার চেয়ে এগিয়ে গেল, প্রতিবেশী আমার চেয়ে এগিয়ে গেল, সহপাঠী আমার চেয়ে এগিয়ে গেল, সহকর্মী আমার চেয়ে এগিয়ে গেল। আমি যে পিছিয়ে রইলাম!

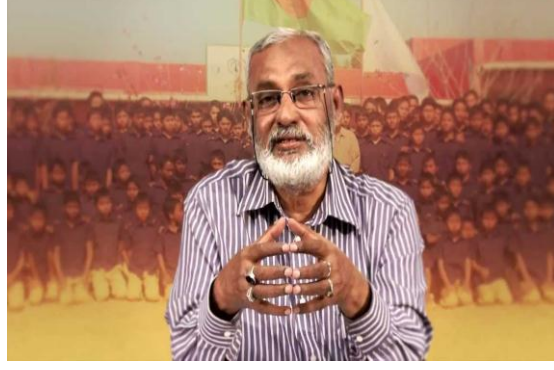
‘সহযোগিতা সবার সাথে, প্রতিযোগিতা নিজের সাথে।’

আসলে নিজের ভেতর থেকে প্রতিযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও ঈর্ষার বিষ সমূলে উৎপাতনের মূল সূত্র এটাই। পৃথিবীর সফল মানুষেরা নিজেদের জীবনে এটাই চর্চা করেছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রের তিনশ জন খ্যাতিমান ও সফল মানুষের সাফল্যের রহস্য ও জীবনদর্শন নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা একবার একটি অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। তাদের সাফল্যের পেছনে অনেকগুলো কারণও শনাক্ত করা হয়েছিল।

কিন্তু দেখা গেছে, একটি কারণ সবার মধ্যেই বিদ্যমান-আমি জিতব, কিন্তু আমার প্রতিদ্বন্দ্বী যেন না হারে। অর্থাৎ আমিও জিতব সেও জিতবে। আমার অগ্রযাত্রায় যেন অন্যের কোনো ক্ষতি না হয়।

এবার ফিরে আসা যাক ধাঁধার উত্তরে।

ঘটনার স্থান আর পাত্রদের পরিচয়টা এবার জানিয়ে দেই।



পরমাণুবিজ্ঞানী ড. এম শমশের আলীর সাথে কথা হচ্ছিল বান্দরবান লামায় কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের। ওরা যখন কোনোভাবেই এর কোনো কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছিল না, তখন অধ্যাপক শমশের আলী নিজেই দিলেন এর উত্তর আর তুলে ধরলেন এর নৈতিক শিক্ষাটি।

‘আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতাম, ওখানকার ছাত্রদেরও একবার এটা জিজ্ঞেস করেছিলাম। একজন ছাত্র বলেছিল, স্যার, সরলরেখাটিকে একটু মুছে দিলেই তো হয়ে যেত। কিন্তু দেখ, এটা মুছে দেয়ার দরকার ছিল না। এর পাশে যদি একটা বড় সরলরেখা টানো, তাহলে তো ওটা এমনিতেই ছোট হয়ে যায়!

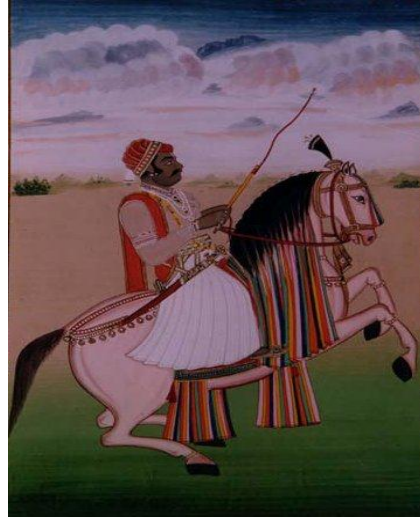


এটাই হলো সুস্থ প্রতিযোগিতা।



যে জোরে দৌড়াতে পারে, ওকে পেছন থেকে টেনে ধরব না, ওর পথের মধ্যে এমন কিছু রাখব না, যাতে সে পড়ে যায়। আমাদের চিন্তাটা হওয়া উচিত এমন যে, সে দৌড়াচ্ছে দৌড়াক, তাকে থামানোর দরকার নেই, আগে যাওয়ার দরকার হলে একটু কষ্ট করে আমি ওর চেয়ে কিছুটা বেশি দৌড়াই। আরেকজন বড় হয়ে গেছে, তাকে কাটার দরকার নেই। স্রষ্টা আমার মধ্যে যে গুণ দিয়েছেন, আমি বরং সেটা কাজে লাগিয়ে বড় হওয়ার চেষ্টা করি।

এই প্রতিযোগিতাই পছন্দ করেন মহান স্রষ্টা। তাই কাউকে কোনোদিন কোনোভাবে মুছে ছোট করতে যেও না। কারো কীর্তিকে ছোট করতে যেও না। তাকে বরং সাহায্য করো এই বলে যে, তুমি আরো বড় হও।



সেই গল্পটা তো তোমরা সবাই জানো-বাংলার বারো ভূঁইয়াদের প্রধান ঈসা খাঁর সাথে মোঘল সেনাপতি মানসিংহের তরবারি যুদ্ধ চলছিল। একসময় মানসিংহের তরবারি ভেঙে যায়। ঈসা খাঁ তখন অনায়াসে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করতে পারতেন, হত্যা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেটা করলেন না, বরং প্রতিপক্ষকে আরেকটি তরবারি নেয়ার সুযোগ দিলেন। এই মহানুভবতার জন্যেই কিন্তু এত বছর পরও তার কথা আমরা মনে রেখেছি, তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। যে-কোনো প্রতিযোগিতায় তোমরাও এমন বড় মনের পরিচয় দেবে।

তোমাদের চেষ্টা থাকবে যে, নিজের গুণগুলোকে বিকশিত করে তোমরা আরো বড় হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে বড় হবে। সংগীতে বড় হবে। সাহিত্যে বড় হবে। শিল্পে বড় হবে। বাণিজ্যে বড় হবে। খেলাধুলায় বড় হবে। কিন্তু কাউকে কখনো ছোট করবে না। এটাই সত্যিকারের প্রতিযোগিতা। তাহলেই তোমাদের জীবন সার্থক হয়ে উঠবে।’

অন্যের সাফল্যে নিজের সাফল্যের মতোই আনন্দিত হোন। এ প্রসঙ্গে নবীজীর (স) একটি হাদীস আমরা মনে রাখতে পারি। ‘নিজের জন্যে যা আকাঙ্ক্ষা করো অন্যের জন্যেও তা-ই আকাঙ্ক্ষা করো। তাহলেই তুমি প্রকৃত বিশ্বাসী হতে পারবে।’

এসাইনমেন্ট

১। খেলার মাঠের অভিজ্ঞতাই আমরা বড় হয়ে জীবন মাঠে দেখি। খেলার হার জিতের চক্র আমরা বাস্তব জীবনেও দেখি। উল্লেখিত গোপাল ভাঁড়ের ঘটনার মত আমরা একে অপরের সাথে ঈর্ষা করে অসুস্থ প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়ি। এভাবে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে আমরা আমাদের চিন্তা-চেতনাগুলোকে নির্দিষ্ট একটা আবহে সীমাবদ্ধ করে ফেলি।

নিজের সাথে প্রতিযোগিতা আর অন্যের সাথে সহযোগিতা কথাটি বুঝিয়ে লিখ।

২। ক) সুস্থ প্রতিযোগিতা বলতে কী বুঝ?

খ) প্রতিযোগিতা আর সহযোগিতার মধ্যে পার্থক্য পয়েন্ট আকারে বুঝিয়ে লিখ।

*** এসাইনমেন্ট আগামী ২০-০৭-২০২০ সোমবারের মধ্যে samia.cosmo20@gmail.com ঠিকানায় মেইল করবে***যারা পূর্বের এসাইনমেন্ট জমা দাও নি, একসাথে দুটো জমা দিবে***

কোর্স শিক্ষক

সামিয়া ফেরদৌস